দৈনিক সংবাদ   23

তারিখ ... 03 JAN 1986 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

রাষ্ট্রপতির ঘোষণা এখনও কার্যকর হয়নি

মাধ্যমিক স্কুল পরিচালনায় অরাজকতা

।। জগলুল আলম ।।

সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতার কারণে উপজেলা পর্যায়ের মাধ্যমিক স্কুলগুলোর পরিচালনা কমিটি গত চার মাস যাবৎ নেতৃত্ববিহীন অবস্থায় পরিচালিত হয়ে আসছে। উপজেলা চেয়ারম্যান বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার কেউই আইনসিদ্ধভাবে কমিটিগুলো পরিচালনা করতে পারছেন না। 'ফ্রি স্টাইল' পদ্ধতিতে পরিচালনা করতে গিয়ে স্কুলগুলোর উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

বর্তমানে সারাদেশে মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে প্রায় ৭ হাজার। এসমস্ত স্কুলে রয়েছেন প্রায় ৭৭ হাজার শিক্ষক এবং প্রায় ২২ লাখ ছাত্রছাত্রী। মোট স্কুলের শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ উপজেলা প্রশাসনের আওতাধীন। সরকারী ও বেসরকারী সদস্য সমণ্বয়ে গঠিত কমিটি স্কুলগুলো পরিচালনা করে থাকে।

গত বছর আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলা পর্যায়ের মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে জেলা প্রশাসকের মনোনীত কোন প্রার্থী এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে স্কুলগুলো পরিচালনা করতেন। সেসময় রাষ্ট্রপতি এক ঘোষণায় বলেন যে, এখন থেকে উপজেলা চেয়ারম্যানগণ উপজেলা পর্যায়ের মাধ্যমিক স্কুলগুলোর কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করবেন।

এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কমিটিগুলোর চেয়ারম্যান হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের কর্তৃত্ব লোপ পায়। অন্যদিকে সরকারী কোন সার্কুলার না আসাতে উপজেলা চেয়ারম্যানদের হাতেও কমিটিগুলোর দায়িত্ব প্রদান করা হয়নি। এ অবস্থায় নেতৃত্ববিহীনভাবেই কমিটিগুলো পরিচালিত হতে থাকে। বর্তমানে উপজেলাসমূহে চেয়ারম্যান বা ইউ এন ও-দের মধ্যে যেখানে যার প্রভাব বেশী, সেখানে তিনিই কমিটিগুলোতে নেতৃত্ব দেয়ার চেষ্টা করছেন।

গত বছর অক্টোবর মাসে প্রশাসনিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটিতে (নিকার) বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয় ও উপজেলা পর্যায়ের মাধ্যমিক স্কুলগুলোর কমিটিসমূহে উপজেলা চেয়ারম্যানকে নেতৃত্ব দেয়ার আদেশসম্বলিত একটি প্রস্তাব অনতিবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নোট পাঠানো হয়। মাধ্যমিক স্কুলগুলোর পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধনীর জন্য শিক্ষা বোর্ডের পরামর্শ নেয়ার প্রয়োজন হয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখন পর্যন্ত এ নিয়ে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা শেষ করেনি। এঅবস্থায় মাধ্যমিক স্কুল পরিচালনার বিধিমালা সংশোধন বিলম্বিত হচ্ছে। আর সংশোধন ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা পরিদপ্তরের কাছে উপযুক্ত নির্দেশ পাঠাতে পারছে না।

(শেষ পৃ: ... -এর ক: দ্র:)

রাষ্ট্রপতির ঘোষণা

(১ম পাতার পর)

এ ব্যাপারে শিক্ষা পরিদপ্তরের মাধ্যমিক শাখার মহাপরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, সরকারী নির্দেশ তিনি জানেন; কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে কোন সার্কুলার পাঠাচ্ছে না বলে উপজেলা চেয়ারম্যানদের হাতে মাধ্যমিক স্কুলগুলোর পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পদস্থ একজন কর্মকর্তা জানান, নিকার-এর সিদ্ধান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পৌঁছেছে এবং কাজ চলছে। কিছুদিনের মধ্যেই যথাযথ নির্দেশ দিয়ে সার্কুলার ইস্যু করা হবে। কিন্তু এই সার্কুলার কবে নাগাদ ইস্যু করা হতে পারে সে ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা তিনি দিতে পারেননি।

এদিকে উপজেলা পর্যায়ের মাধ্যমিক স্কুলসমূহে কর্মরত শিক্ষকরা বিভিন্ন পর্যায়ে অভিযোগ পেশ করছেন যে, কমিটিগুলোর পরিচালনায় দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ চলছে বলে স্কুলসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যাহত হচ্ছে। স্কুলসমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ হাতে নেয়া যাচ্ছে না, শিক্ষকদের বেতন প্রদান, ইনক্রিমেন্ট, প্রমোশন ইত্যাদি প্রক্রিয়া জটিলতার জালে আটকা পড়ে গেছে। এমনকি স্কুলসমূহের জন্য অর্থ সংগ্রহেও কেউ খুব একটা উৎসাহ দেখাচ্ছেন না।